দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 18 SEP 2017 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

সঙ্কট পিছু ছাড়ছে না রাজধানীর সাত সরকারী কলেজের

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনা হলেও সঙ্কট পিছু ছাড়ছে না রাজধানীর সর্ববৃহৎ সাত সরকারী কলেজের। আট মাসেও স্নাতক পরীক্ষার ফল পায়নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা এবার আন্দোলনে নেমেছেন পরীক্ষা ফল ঘোষণার দাবিতে। রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান নিয়ে ফল প্রকাশের দাবিতে অনশন করে লাগাতার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এদিকে হেফাজতের চাওয়া অনুসারে পাঠ্যবই থেকে বাদ দেয়া প্রগতিশীল লেখকদের লেখা ফিরিয়ে না আনলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি রক্ষা আন্দোলন।

এর আগে গত মাসের আন্দোলনের পর পরীক্ষার তারিখ আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন ঢাবি অধিভুক্ত সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। মাস্টার্স পরীক্ষার দাবিতে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে চোখ হারান সরকারী তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থী সিদ্দিকুর রহমান। পরে সেই পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সে পরীক্ষা শুরু হয়েছে গত ১০ সেপ্টেম্বর থেকে। ওই আন্দোলন সফল হলেও আট মাস আগে পরীক্ষা দেয়া চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের সঙ্কট কাটেনি। রবিবার থেকে তাই ফল প্রকাশের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছে সাত কলেজে। অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে কঠোর আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, পরীক্ষা চলাকালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকার সাত কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। এ কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিলেও ফল দেয়ার দায়িত্ব বর্তায় ঢাবি কর্তৃপক্ষের ওপর। কিন্তু ইতোমধ্যে আট মাস চলে গেলেও তারা ফল পাচ্ছেন না। অথচ তাদের সঙ্গে পরীক্ষা দেয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ফল ঘোষণা করা হয়েছে তিন মাস আগে। এ অবস্থায় ৩৮তম বিসিএস থেকে শুরু করে অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষায় তারা আবেদন করতে পারছেন না।

রবিবার সকাল সাড়ে ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সামনে শিক্ষার্থীরা

সমস্যা নিরসনে ফেব্রুয়ারিতে রাজধানীর ৭ কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। এরপরও এসব কলেজে সময়মতো পরীক্ষা ও ফল প্রকাশ হয়নি। একাডেমিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে, দেখা দিয়েছে সেশনজট। ঠিক সময়ে ফল প্রকাশ না হওয়ায় চাকরির অবেদন করতে পারছেন না শিক্ষার্থীরা। তাই বাধ্য হয়েই তারা আন্দোলনে নামেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন, গত সাত মাসে তাদের যেসব ক্ষতি হয়েছে তা পোষাবে কে?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর থেকে চাপ কমাতে ২০১৪ সাল থেকে সরকার রাজধানীর বড় বড় কলেজগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করার পরিকল্পনা নেয়। তার বাস্তবায়ন হয় চলতি বছর জানুয়ারিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ায় এসব কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা খুশিই হয়েছিলেন। তবে তা ম্লান হতে বেশিদিন সময় লাগেনি। ঢাবির অধিভুক্ত হওয়ার পর থেকেই কলেজগুলোয় পরীক্ষা ও ফল প্রকাশ স্থগিত রয়েছে। অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ সময়ে তাদের স্নাতক পর্যায়ের প্রথম থেকে শেষ বর্ষ পর্যন্ত শতাধিক পরীক্ষার ফলাফল চূড়ান্ত করেছে।

ঢাবি কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নেয়া ও ফল প্রকাশ না করতে পারার দায় চাপাচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। আবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এজন্য ঢাবির ব্যর্থতাকেই দায়ী করছে।

শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন, বলছেন, দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বন্দ্বেই কেন আমরা ভুক্তভোগী হব? আমার গত আট বছরে যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি তা পোষাব কি করে? শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২৮ মার্চ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পরীক্ষা শুরু হয়। কিন্তু তাদের হয়নি সেভাবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলেও তাদের হয়নি। তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা, ডিগ্রী প্রথম ও তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষাও স্থগিত রয়েছে।

তিতুমীর কলেজের ছাত্র ফয়সাল হোসেন বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ায় আমরা খুশিই হয়েছিলাম। কারণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকার সময়ে সেশনজট ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ায় ভেবেছিলাম সবকিছুর আমূল

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.........
তারিখ.........
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
কার্যার্থে/অবগতার্থে
স্বাক্ষর